দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...04 MAR 1990
পৃষ্ঠা... ১ ... কলাম ১ ...

30

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ নেই

॥ রুহুল গনি জ্যোতি ॥

দু'টি ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র সংঘর্ষে একজন ছাত্রনেতার নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হবার এক সপ্তাহ পরেও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

গত রোববার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের (হা-অ) মধ্যে সংঘর্ষে জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদের ভিপি এবং ছাত্রলীগ নেতা শহীদুল ইসলাম চুন্নু গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। ফলে ওইদিন দুপুরে অনুষ্ঠিত এক জরুরী সিণ্ডিকেট সভায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জন্য দাবী জানালেও কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নেননি।

(শেষ পৃ:৭ এর ক: দেখুন)

কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ নেই

(১ম পাতার পর)

এমনকি আজ রোববার অনুষ্ঠেয় সিণ্ডিকেটের নিয়মিত সভার আলোচ্য সূচীতেও বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সংক্রান্ত কোন বিষয় রাখা হয়নি বলে জানা গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আগামী বুধবার অনুষ্ঠেয় সাধারণ সভার আলোচ্য সূচীতেও এ সংক্রান্ত কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত নেই। সমিতির একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা জানান, আলোচ্য সূচীতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও কোন শিক্ষক প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলে তা ভেবে দেখা হবে।

সিণ্ডিকেটের একজন প্রভাবশালী সদস্য জানান, উপাচার্যের তৎপরতা দেখে মনে হয় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরোপুরি সরকারী ইচ্ছেরই বাস্তবায়ন ঘটাচ্ছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, সংঘর্ষের আগের দিন রাত ১১টায় সিণ্ডিকেটের যে জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয় উপাচার্য সেখানে সিণ্ডিকেটকে হলগুলোর অবস্থা এবং ক্যাম্পাসে দু'টি ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র অবস্থান সম্পর্কে কিছুই জানাননি। অথচ পরে জানা গেছে, উপাচার্য এসব বিষয়ে জানতেন। শুধু তাই নয়

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য রাতেই পুলিশ দিয়ে হল তল্লাশি করতে উপাচার্যের কাছে যে দাবী করেছিলেন সে বিষয়েও উপাচার্য সিণ্ডিকেটে রিপোর্ট করেননি। ফলে সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত নমনীয় হয়েছে। এছাড়া সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন সকাল ৯টার মধ্যে বিবদমান দুই ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আপোষ আলোচনার যে দায়িত্ব উপাচার্যকে দেয়া হয়েছিল তা পালন করতেও তিনি ব্যর্থ হন।

উপাচার্যের বক্তব্য

এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন। উপাচার্য বর্তমানে ডায়াবেটিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

তিনি বলেন, পরিস্থিতি নাজুক ছিল বলেই ওইদিন রাত ১১ টায় সিণ্ডিকেটের জরুরী সভা ডাকা হয়েছিল। সিণ্ডিকেটের অন্যান্য সদস্য হল তল্লাশি করার প্রশ্নে একমত না হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার প্রস্তাবও সিণ্ডিকেটে পাস করানো যায়নি। উল্লেখ্য, ওই রাতে সূর্যসেন হলে পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছিল।

সন্ত্রাস ঠেকাতে উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে তিনি সরকারের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করছেন কিনা এ প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক মান্নান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস দমন করতে ইতিপূর্বে বহুবার অস্ত্রধারীদের নাম পুলিশকে দিয়েও কোন ফল হয়নি। সেদিনের সংঘর্ষের সময়ও ক্যাম্পাসে ৩০ প্লাটুন পুলিশ ছিল। ব্যর্থতা কার তা স্পষ্ট।

মার্চ মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কোন সম্ভাবনা নেই বলে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে এক বিবৃতিতে উপাচার্য বলেছেন, সন্ত্রাস বন্ধে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সঙ্গত হবে না।

সরকারের সাথে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বৈঠকের পক্ষে যুক্তি হিসেবে উপাচার্য বলেন, ইতিপূর্বে ২২টি ছাত্র সংগঠনের সাথে বহুবার বৈঠক করেও সে বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি, কারণ ২২টি ছাত্র সংগঠন ২২টি রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রিত। গত রোববারের সংঘর্ষও দু'টি রাজনৈতিক দলের ব্যাপার।

এদিকে ৯টি ছাত্র সংগঠন, ছাত্র ইউনিয়ন ও জাতীয় ছাত্রলীগ অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এর ফল হিসেবে শিগগিরই ২২টি ছাত্র সংগঠনের এক যুক্ত বৈঠক হবার সম্ভাবনা রয়েছে।